দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

06

বুয়েট পরিস্থিতি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে একটি চিঠি পাঠাতে শুরু করেছেন। চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি দেশে প্রকৌশল শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, আবেদন রাখা হয়েছে এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার অবদান রাখার। আমরা এ চিঠি আর বক্তব্যকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই এ নিয়ে ভাবতে হবে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সকলেরই জানা আছে। গত সতেরো আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। আঠারো আগস্ট ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কর্তৃপক্ষ যখন এর প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শুরু হয় সন্ত্রাসী তান্ডব। হুমকি, সশস্ত্র আস্ফালন এবং ভাঙচুরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তাকেই প্রশ্নের বিষয় করে তোলা হয়। পাশাপাশি দাবি করা হতে থাকে নির্বাচন বন্ধ করার। কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এ দাবি জানানো হয়। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে নির্বাচন স্থগিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা ছাড়া উপায় ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে এবং তাই আছে।

এ যে এক শোচনীয় অবস্থা এতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে দেশের একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে বন্ধ থাকলে তার পরিণতিও মারাত্মক হতে বাধ্য। দীর্ঘকাল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচী নিয়মিত থাকলেও সন্ত্রাসজনিত বিঘ্নের ফলে এরই মাঝে এখানেও সেশনজট পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে। যাতে অদূরভবিষ্যতে নবীন প্রকৌশলীর ঘাটতি দেখা দেয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে, যা উন্নয়ন কর্মকান্ডেও বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি মেধাবী তরুণদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। এমন একটা অবস্থা কারো কাছেই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু এড়ানোও যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ জাতীয় উদ্যোগ তাই অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি তুলে ধরে তাদের দায়িত্ব আদায় করেছেন। তবে এর থেকে কতটুকু ফায়দা আশা করা যেতে পারে?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিঠিতেই বলা হয়েছে যে, এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের যোগ নেই। স্বল্প সংখ্যক স্বার্থবাদী তাদের রাজনৈতিক মুরব্বিদের প্রশ্রয়ে এবং অস্ত্রের বলে এ সংকট তৈরি করেছে। এ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থী আর অভিভাবক কী ভূমিকা নিতে পারেন? পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার এখতিয়ার তাদের আয়ত্তে থাকলে এমন অবস্থার সৃষ্টিই হত না। আমরা তাই মনে করি, সংকটের উৎসের প্রতি নজর দেয়াই প্রথম করণীয়। সন্ত্রাস আর বিশৃঙ্খলা সকল আইনেই দন্ডনীয়। এর প্রশ্রয়ও তাই বৈধ হতে পারে না। ছাত্র আর জাতীয় নেতৃত্ব সকলকেই এ কথা বুঝতে হবে। কেউ বুঝতে না চাইলে সরকারকে তা বুঝিয়ে নেয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। প্রকৌশল শিক্ষার গুরুত্বের কথা বাদ দিলেও এর সঙ্গে যে বিপুল জাতীয় সম্পদ জড়িয়ে আছে তাকে অপচয়ের হাত থেকে বাঁচানোর কথাও ভাবতে হবে। কারো খেয়াল-খুশি বা ক্ষুদ্রস্বার্থ জাতীয় স্বার্থকে বিনষ্ট করবে, এমনটা বরদাশত করা যায় না।

এই অপতৎপরতার হোতাদের স্বরূপ উদঘাটন করে জনমত সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেই কেবল সাধারণ মানুষের পক্ষে এক্ষেত্রে অবদান রাখার পথ তৈরি হতে পারে। তবু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ চিঠিকে আমরা স্বাগত জানাই— এ প্রত্যাশায় যে, সংশ্লিষ্ট মহল যদি এখনো তাদের দায়িত্ব এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হন, জাতি অনেক অপ্রিয় দায়িত্ব পালনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। পরিস্থিতির এই চরম অবনতিতেও যদি কেউ সচেতন না হন, মাশুল গুণার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। কেননা, কোন সমাজই এমন সর্বনাশ নীরবে সইতে পারে না। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আমাদের আবেদন, এখনো সতর্ক হোন, অনুসারীদের সংযত করুন। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনই আর্থ-সামাজিক মুক্তির পথ তৈরি করতে পারে।